



Mother, Mentor and Manager: Women's role in RIB's programs in the refugee camps

Meghna Guhathakurta

Since July 2011, RIB has been conducting early childhood learning following the Kajoli model addressing children of 4+ years and most recently in the current year, a Kajoli crèche for the supervision of 3+ year olds have been introduced. In both these endeavors women have played an important role.

Starting with 6 centres in both camps in 2011, Kajoli centres now number 10 in Kutupalong camp operating from single shift upto two shifts according to the student population in each block and 11 in Nayapara camp running in double shifts. The total number of children now amounts to 746 in both camps.



Mothers and children of crèche

The success of the Kajoli centers in the camps also raised the need for protection and supervision of pre-school children inclusive of 3 year olds, who were left outside supervision. So in 2013, RIB also included a programme for block-based crèche for three plus year olds managed by mothers. As of now 6 such crèche or day care centres, 3 in each camp was set up to be followed by more covering all the children of that age in the camps. The total number of children in the crèche to date is 191 and is expected to increase as other blocks follow the example.

The focus of the Kajoli centres is joyful learning. The primary feature of this Kajoli model is that helps

children learn to read and write through fun and games thus making learning attractive. It is a model that runs on the basis of community or social ownership for example the teacher, who has to be a woman with minimum educational background, and must love children, belongs to the same neighborhood as the children. The parents of the children pays the teacher and makes important decisions for the running of the school through an Association. Each mother also takes turn in feeding the children once a month. All this was difficult to do in the camps, because refugees were not allowed to earn an income and hence they lived in a state of dependency. Women, especially young single women in camps were further constrained because of cultural restraints. But instead of being daunted by the situation, RIB decided to engage the community through participatory action research where animators and potential women teachers from the community were trained to mobilize the community and engage them in self-inquiry processes of self-management and development. Through such processes men and women discussed and debated the idea of how best they can contribute towards establishing the Kajoli centers. Needless to say, Kajoli would not have seen the light of day in the camps if this process was not followed.

The first challenge was to find a space for each centre in each block. This was due to the fact that there were no available space for such centers and permissions for additional construction were in the prerogative of the Government. The blocks were the closest that one could get to the idea of neighborhood and we learnt through a scoping exercise that parents preferred to send such young children to a nearby place rather than the relatively distant primary schools. The solution of the space came from the teachers and mothers of the community. We were stunned when we learnt that they were ready to offer their own living spaces for the



holding of classes, even in two shifts, which virtually meant that the family's living space would be occupied by children from 9am to 4pm with a lunch break in between. We thought that the provision of incentives to the women teachers could be behind this, because normally such girls would not have an opportunity to find themselves a good job that also gave them social protection (being in their own neighborhood). But later it dawned on us, that it was not only the money but the sense of self-respect that developed within themselves, as well as the social recognition they gained from their families, community and most of the children. The special bonding between the teacher and children went a long way towards gaining for the centres both acceptability and purpose. When the first batch of children graduated to the pre-primary level at the formal schools, they used to rush back to their respective "Kajoli Madams" before even going to their parents (their own term of endearment) and tell her of what happened there. Very clearly the teacher had been redeemed in their eyes as their mentor.



Ground breaking with the mothers and animators in Kutupalong camp

At a later stage when the Kajoli students were given micro-nutrient biscuits distributed by WFP, we urged mothers to consider being there when the biscuits are distributed. Each mother in turn would ensure proper

distribution took place. They would wash the children's hands, give them water to drink etc. The mothers were first baffled as to why they were asked to do such things, but then later started to enjoy it. It also created an extra parental bonding in the whole Kajoli experiment.

The role of mothers as managers was taken an extra step forward in designing the Kajoli crèche. It was put forward to the refugees that if each mother of a 3 year old would supervise and look after the children at the crèche for 3 hours per shift, instead of having one person look after it, then they could all benefit from this exposure. The responsibility of looking after other people's children as well as their own would boost their self-esteem. Again the mothers felt baffled. They had many questions to ask. Wouldn't it be simpler to have one person look after the children as in Kajoli centers. Then the children could have a focal point. Would they not be confused with this rotation of mothers etc. In the orientation session we had asked them to bring some of their 3 year old for demonstration purposes. Instead of answering the questions directly, we threw open a box of toys for the children to see their behavior pattern and instantly children of all ages (some 2 year olds and babies had also come with their mothers) gravitated towards the toys and for the next few minutes were totally lost to the world. We realized that if there were ample materials and activities to distract the attention of the children, (play materials, drawing, singing etc) the tendency to cling to their mothers or her proxy would gradually wear away. But of course the mothers had to be trained to handle such situations. The crèche had only just begun, but its future looks promising, since as a result of their experience of participating in Kajoli centered activities and Mothers Associations meetings as well as their exposure in activities of other NGOs women in the camps are already demonstrating their abilities in decision-making, problem-solving, mentoring and managing.



কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরে রিইবের কাজলী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা

উৎপল কান্তি খীসা, অ্যাসোসিয়েট প্রোগ্রাম অফিসার, রিইব, ঢাকা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশন এর আর্থিক সহায়তায় কক্সবাজার শরণার্থী শিবিরে কাজলী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়। এ কার্যক্রম শুরুর প্রথম বছরে অর্জিত সাফল্যের আলোকে ২০১৩ সালে এসে রিইব 'কাজলী ক্রেস' নামে নতুন কার্যক্রম যুক্ত করে। এ কাজে পরামর্শ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের একজন কর্মী হিসেবে আমি গত ২৬-২৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করি। এসময় প্রকল্পের এনিমেটর, শিক্ষক, সুপারভাইজার, ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর, প্রকল্প সমন্বয়কারী সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করেছি। এতে যেসব বিষয় বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে সেগুলো আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তুলে ধরি।

সবল দিক:

- কাজলী কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সব কেন্দ্রেই দেখা যায় শিশুদের উপস্থিতির হার ৯০% এর অধিক ছিল। কুতুপালংয়ে এর প্রবণতা ছিল শতভাগ। এটা নিঃসন্দেহে একটা প্রশংসনীয় দিক।
- কাজলী শিশু শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণের বর্তমান প্রবণতা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশুর মধ্যে জড়তা নেই বললেই চলে।
- কাজলী কেন্দ্রের ব্যাপারে মা সংগঠনে সম্পৃক্ত মা'দের বক্তব্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন তৈয়বা বেগম নামে মা সংগঠনের এক সদস্য প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, “আমার শিশু এখানে আসার আগে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনার মধ্যে খেলা করত আর অন্যদের সাথে মারামারি করতো। এখানে আসার পর হতে সেগুলো আর করে না”। এতে বোঝা যায় যে, কেন্দ্রের ব্যাপারে মা'দের একটা আন্তরিক মমত্ববোধ তৈরি হয়েছে।
- কোন কোন বিষয়ে এখনো কাজিত উন্নতি না ঘটলেও সার্বিকভাবে রিইবের ব্যাপারে শরণার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এখানেই নিহিত রয়েছে রিইবের কার্যক্রমের মূল অভিনবত্ব।

- কাজলী শিশু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় শরণার্থীদের কোন কোন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ প্রবণতা যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। যেমন নয়াপাড়া ক্যাম্পের সকল শিক্ষা কেন্দ্রেই শিক্ষিকাদের বাসায় পরিচালনা করা হচ্ছে, মা সংগঠনের সদস্যরা শিশুদের মধ্যে খাবার বিতরণ ও পরিবেশন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত আছেন। এছাড়া শিশুদের তারা নিয়মিত কেন্দ্রে পাঠানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন বলে জানা যায়।
- এনিমেটরদের মধ্যে গণগবেষণার ব্যাপারে ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় লক্ষ্য করা গেছে।

প্রতিবন্ধকতা

- সীমাবদ্ধতার মধ্যে কর্মীদের কাজ করতে হয়। ফলে সঠিক সময়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এটা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে বলে ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জানিয়েছেন। যদিও হরতাল চলাকালীন সময়েও মার্চ কর্মীরা শরণার্থী শিবিরে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে বলে জানান।
- খাবার পানির সংকট বর্তমানে সব কাজলী কেন্দ্রে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। কুতুপালং-এর তুলনায় নয়াপাড়া শরণার্থী শিবিরে খাবার পানির সমস্যা অনেক বেশি প্রকট আকার ধারণ করেছে। আগামীতে আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এর প্রভাব কেন্দ্রগুলোতে শিশু শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত তৈরি করতে পারে।
- কোন কেন্দ্রেই নিজস্ব টয়লেট সুবিধা নেই। শিশুরা বর্তমানে যে টয়লেট ব্যবহার করছে সেগুলো শিশুদের অনুপযোগী বলে শিক্ষিকাবৃন্দ জানিয়েছেন।





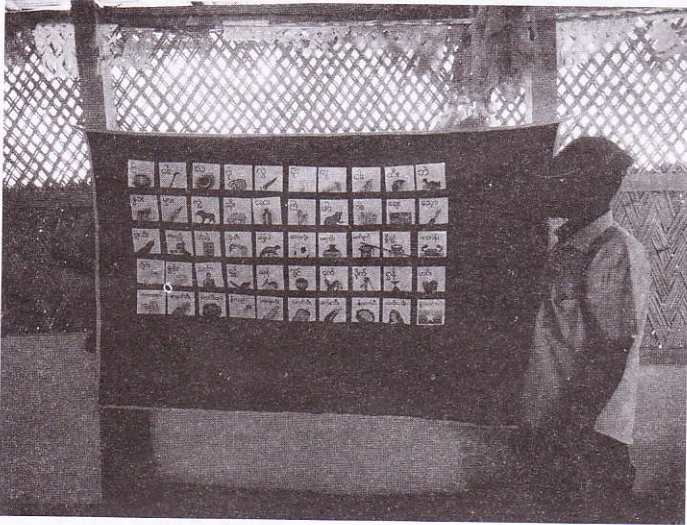
কুতুপালং ও নয়াপাড়া শরণার্থী শিবিরে কাজলী মডেল কেন্দ্রের শিক্ষিকাদের বার্মিজ ভাষার প্রশিক্ষণ

সাইফুজ্জামান রানা, শিক্ষা সমন্বয়কারী, রিইব, ঢাকা

গত ৪ থেকে ১০ এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত নয়াপাড়া এবং কুতুপালং শরণার্থী শিবিরের কাজলী মডেল কেন্দ্রগুলোর শিক্ষিকাদের বার্মিজ ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে কুতুপালং এবং নয়াপাড়া ক্যাম্পের সকল কাজলী কেন্দ্রের শিক্ষিকারা অংশ নেন। বার্মিজ ভাষার উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করেন বার্মিজ ভাষায় দক্ষ এবং উপকরণ তৈরির সহায়তাকারী জনাব নূর মোহাম্মদ এবং তাকে সহায়তা করেন রিইব-এর হয়ে ক্যাম্পে কর্মরত মাঠ সমন্বয়কারী জনাব মোঃ রাশেদ সরওয়ার। প্রথমদিকে নূর মোহাম্মদ এবং রাশেদ উভয় ক্যাম্পেই শিক্ষিকাদের বার্মিজ ভাষায় দক্ষ করে তুলতে তৈরি শিক্ষা উপকরণ-এর সাথে পরিচয় করান। গত ৮ এবং ১০ তারিখে কুতুপালং, ৯ তারিখে নয়াপাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন রিইব-এর শিক্ষা সমন্বয়কারী সাইফুজ্জামান রানা। তাকে সহযোগিতা করেন বার্মিজ ভাষা শিক্ষক নূর মোহাম্মদ, নয়াপাড়া ক্যাম্পের সুপারভাইজার মাহমুদ রাশেদ, কুলসুমা বেগম ও আবছার উদ্দিন। অন্যদিকে

কুতুপালং ক্যাম্পে সহযোগিতা করেন সুপারভাইজার জাফর আলম, ফারজানা কবির (লুনা) ও রমিদা গোলশান (রিমু)। প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করেন রিইব-এর কন্সল্টার এলাকার মাঠ সমন্বয়কারী মোঃ রাশেদ সরওয়ার।

প্রশিক্ষণে কাজলী মডেলের শিখন-শিক্ষণ-এর প্রত্যেকটি দিকের উপর আলোচনা করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষিকাদের হাতে কলমে শিখিয়ে দেয়া হয় কিভাবে কাজলী শিক্ষা উপকরণগুলো কেন্দ্রে ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে বার্মিজ ভাষার কার্ডগুলো ব্যবহার প্রণালীর উপর বেশি জোর দেয়া হয়। পাশাপাশি বাংলা কার্ডসমূহ, লেখার কৌশল, ছড়া, কবিতা বলার ধরণ, গল্প বলার প্রক্রিয়া, খেলা-ধুলার প্রয়োজনীয়তা, শিশুদের খাবার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মায়েদের করণীয় এবং কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়।



কাজলী বার্মিজ মডেলের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন জনাব নূর মোহাম্মদ



কাজলী বার্মিজ কার্ড সম্পর্কে শিক্ষিকাদের ধারণা দিচ্ছেন শিক্ষা সমন্বয়কারী সাইফুজ্জামান রানা





জমিলা

অন্ধকারের মাঝে আজ নিবু নিবু যতসব আলো
সময়ের তোড়ে খ'সে যাবে হয়তোবা একেকটি নক্ষত্র
তবুও অবুঝ শিশুর ডাকে সাড়া দেবে প্রিয় মা
ক্লান্তিহীন বয়ে যাবে নাফ নদীর জল ।

হয়তোবা আর ফিরবেনা কখনো জীবনের সেই কোলাহল
শেষণের খেলায় দলিত এখন যতসব মানবিক চেতনা
তবুও বাঁচার স্বপ্নে লড়ে যাবে অন্তহীন জমিলা
হয়তোবা একদিন অবগাহন করবে সে স্বদেশের নোনাজল ।

গ্রীষ্মের খড় তাপদাহে পুড়ছে চতুর্দিক
নয়াপাড়া ক্যাম্প যেন এখন জ্বলন্ত উনুন
সেই কবে ম'রে পড়ে চিং শুষে আছে ক্যাম্পের কোল ঘেষে বয়ে যাওয়া
সেদিনের স্বচ্ছ সজল বহমান পাহাড়ী নদী
নিরবে চোখ রাঙায় মানব বিধ্বস্ত প্রকৃতি
বাংলার ঘরে যখন বন্ধ অজস্র রোহিঙ্গা জনপদ
চারিদিকে হতশ্রী পাহাড়ের চূড়া যেন এখন একেকটি
দারিদ্র্য পীড়িত অভাগা রোহিঙ্গা শিশু-নর-নারী
তবুও কোথাও থামেনা হয়েনার নির্মম আঘাত
পৈশাচিকতায় বয়ে যায় রক্তগঙ্গা সর্বত্র
সুযোগের সন্ধানে ওতপেতে বসে থাকে তারা
মৃত্যুর ভয়ে আর ঘরে ফেরা হয় না নরক যন্ত্রণায় বেড়ে উঠা জমিলা'র ।

মানবিক সহায়তার রঙ্গিন ফানুসে মুক্তির স্বপ্ন দেখায় চিরায়ত পুঁজি
এখানে মানুষ যেন শিকার খুঁজে ফেরা একেকটি অভুক্ত জানোয়ার
সাম্প্রদায়িক দামামায় আজ বড়ই ক্ষত-বিক্ষত মানবতা
পরিণতি যেখানে সেখানে প'ড়ে থাকা নিরাপরাধ মানুষের লাশ
অসংখ্য লাশের দৃশ্য হয়ে ওঠে একেকটি প্রতিবাদ মিছিল
তবুও ভাঙে না ঘুম গণতন্ত্রের মানসকন্যা-পুত্র আর জাতিদের
দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠে আকাশ-বাতাস-মৃত্তিকা
অযত্ন অবহেলায় নিঃশেষিত হতে থাকে অগণিত মানুষের প্রাণ ।

তবুও মুক্তির স্বপ্ন দেখে জীবনের ভারে ন্যূজ বিপর্যস্ত জমিলা
আর প্রশ্ন করে
স্বর্গ নরকের মাঝে আর কত বিভেদ তৈরি করবে প্রিয় নাফ নদীর জল?

উৎপল খীসা

ডাক বাংলা, উখিয়া, কক্সবাজার
২৬/৩/২০১৩

Free Bird

Free bird
Free bird
What good luck
You have.

What good chance
That it is your right
To fly freely.

With no document
With no passport
To pass through
All over the world.

Beach of Cox's Bazar to
Myanmar
As you like
Day and night
Having amazing song
Sung in sunlight
To take recreation
In the Cox's Bazar land
To be joyful in Bangladesh.

O free bird
Let me mention
Some questions
Who has ears to draw Attention ?
Who has eye for Affection
Oh! Free bird
Don't say to me
Whether I am mad ?
I know that
I am crying
But gain no advantage
Only to show you
My feelings.

Abu Bakkar Siddique

Teacher, Block -E
Kutupalong Camp

লেখা আহ্বান

রিইব থেকে প্রকাশিত 'নিউজ লেটার'-এর পরবর্তী সংখ্যার শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দাদের নিকট থেকে
নিজের আঁকা ছবি, ছড়া-কবিতা-গল্প কিংবা জীবন অভিজ্ঞতা বিষয়ে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে ।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা
রিইব-এর ক্যাম্প অফিস



Request

The river Naf is a border
Between Bangladesh and Myanmar
Both side were in a country
Name Arakan before 18th century.

It was occupied by British
And ruled upto Arakan
Till not to be late 1948.

Both sides of Naf River
Muslim, Hindu, Borua,
Mogh, Kmoe, Chakma
And other citizen
Lived united together.

The people or the ethnic groups
Who lived on Naf's west side?
Governed of that country
Accepted their nationality.

But east side of the Naf River
Rejected the Muslim Rohingya
Others were recognized
As citizens
By Govt of Myanmar.

This discrimination
Made Rohingya
Stateless men forever.

Therefore our request
Worldwide rulers
To consider for the rights
Of Rohingas.

Abu Shama
Block-H, Nayapara Camp

আমার আহ্বান

আহ্বান আহ্বান আহ্বান
শরণার্থীদের প্রতি আহ্বান
বাগড়া ফ্যাসাদ অনৈতিক কাজ
শরণার্থীদের ছাড়ার আহ্বান।

সুদ ঘুষ জুয়া মদ পান
হিংসা বিদ্বেষ অহংকার
যাতে নেই কোন উপকার
শরণার্থীদের ছাড়ার আহ্বান।

নারী পুরুষ সবাই মিলি
শিক্ষার হার গড়ে তুলি
মারামারি হানাহানি
প্রতিরোধের আহ্বান করি।

নারীর সহিংসতা বন্ধ করি
কুসংস্কার বর্জন করি
নারীদেরকে শিক্ষিত করি
মোদের সমাজ গড়ে তুলি।

মোহাম্মদ ইউনুছ

ব্লক- এইচ, নয়াপাড়া ক্যাম্প

রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি

রোহিঙ্গাদের জন্মভূমি
আরাকান মোদের মাতৃভূমি।
স্বপ্ন তুমি আরাকানিদের বুকে
সেকথা জানুক বিশ্বের লোকে।
জীবনের প্রথম যেদিন ডেকেছিলাম মা
উজার করে দিয়েছিলাম সবি ছিল যা।
আরাকানের মাটিতে রোহিঙ্গাদে মনেতে
ফুটাবো স্বাধীনতার ফুল।
আরাকানি তোমাদের চিনতে করিনি ভুল
জীবনের প্রথম যেদিন দিয়েছিলে দেখা।
পর ভেবে কোন দিনও কর না গো একা
তবে যে হারাবো দুই কোল।

লেখক- এনামুল হাসান (আংকল)

ব্লক- এফ, কুতুপালং ক্যাম্প

ক্যাম্পজীবনে গণগবেষণা

সুরাইয়া বেগম, সহকারি পরিচালক, রিইব, ঢাকা

গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সীমাহীন সমস্যায় নিপতিত একদল মানুষের মনে আত্ম-উন্নয়নের বীজ বপন করার উদ্যোগ নিয়ে গত ৩০-৩১ মার্চ গিয়েছিলাম কক্সবাজারের কুতুপালং ও নয়াপাড়া ক্যাম্পে। আমার হাতিয়ার ছিল গণগবেষণা তত্ত্ব। সকাল সাড়ে নয়টায় ক্যাম্পের বাঁশের বেড়ার ঘরের ভিতরে গিয়ে যখন দাঁড়লাম দেখলাম ১৭ জন বিভিন্ন বয়সী নারী পুরুষ অসীম আগ্রহ চোখে মুখে মেখে বসে আছে ইউ শেপ নিয়ে। এরা ১৪ জন ক্যাম্পে রিইব -এর এনিমেটর, ৩ জন সুপারভাইজার।

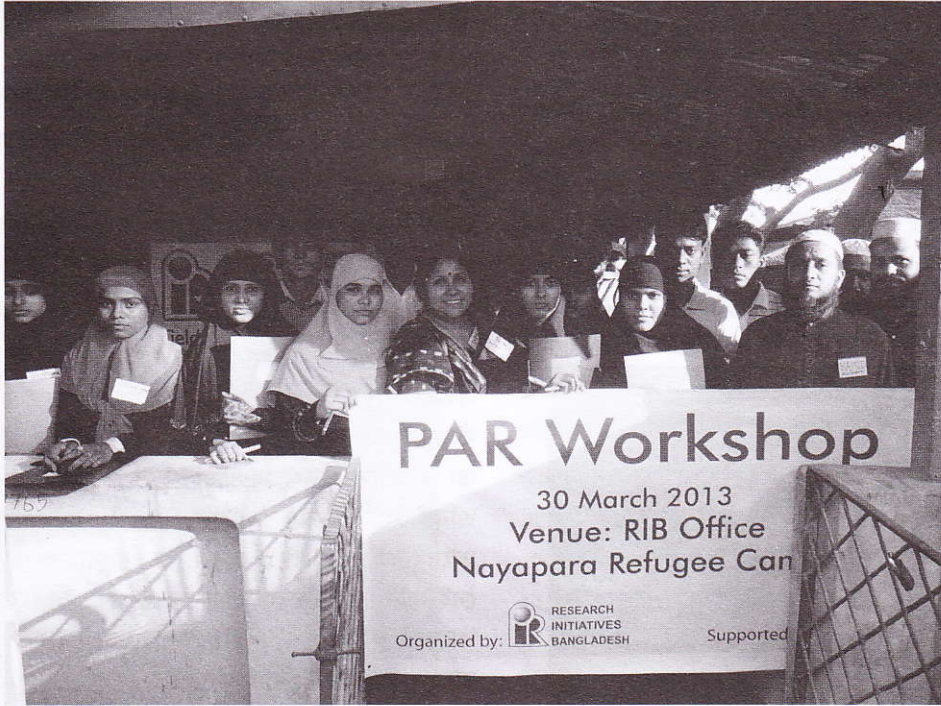
নেকাবের আড়ালে মেয়েদের চোখে ঔৎসুক্য বেশ প্রখর ছিল। এর মধ্যে কয়েকজন গত বছরের গণগবেষণা কর্মশালায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারপরও সবাই অপেক্ষা করছে আমি কি বলতে এসেছি তা জানার জন্যে। এই প্রত্যাশা একজন বহিঃস্থ এনিমেটরের জন্যে বড় চ্যালেঞ্জ। সকাল থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত আমরা সবাই কিভাবে একত্রে কাটাব তার একটা নিয়মকানুন, একে অপরের সাথে পরিচিত

হবার জন্য বুকো নাম লিখে ধারণ করা, পরিচিতি পর্ব সেরে ফেলা আর কিছু জরুরী কাজ-এর নিয়মগুলো জানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শুরু করা হয় কর্মশালা।

গণগবেষণা তত্ত্বে লেকচার প্রক্রিয়া একেবারেই অচল। তার চেয়ে পারম্পরিক ও অংশগ্রহণমূলক আলোচনা কাজ করে ভাল। কিন্তু সমস্যা হল সকলের অংশগ্রহণ নিয়ে। ভাল উপায় হচ্ছে সকলকে দিয়ে তাদের আপন সমস্যার কথা তুলে ধরা। এতে মোটামুটি কাজ হল; ক্যাম্পের সমাজ সম্পর্কিত এবং তাদের কাজের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যাগুলো আমিও যেরকম তেমনি অংশগ্রহণকারীরাও জানলাম। প্রত্যেকে একের পর এক সমস্যা বলে যাচ্ছে আর একজন অংশগ্রহণকারী তা বোর্ডে লিখে ফেলছে। ১০-১৫ টা হয়ে যাবার পর তা থেকে তিনটে সমস্যাকে অংশগ্রহণকারীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে ফেলে। এরপর সেই সমস্যার আদি অন্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ। সমস্যার কারণের পেছনের কারণ অন্বেষণ। এই দেখে একজন তো বলেই ফেলল গুরু খোঁজা হচ্ছে। শুরুর একপর্যায়ে 'গণগবেষণা' শব্দ বলতে কি বোঝা যায়, তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

সাতক্ষীরায় পরিদ্রাণ 'গবেষণা' শব্দটিকে সাধারণ মানুষের কাছে বোঝাতে কৃষকের গরু হারিয়ে গেলে যেভাবে নিরন্তর খুঁজে বেড়ায়-তার উপমা ব্যবহার করেছিল। বলেছিল গবেষণাও হচ্ছে কোন কিছুকে পর্যায়ক্রমে নিরন্তর অন্বেষণ করা।

ক্যাম্পের অধিবাসীরা অনবরত এই অন্বেষণে নিমগ্ন, তা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে- তা জেনেছি তাদের সাথে কথা বলে। তারা বারবারই বলছিল আমরা তো আমাদের সমস্যাগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। কিন্তু সমাধান তো আমরা নিজেরা নিতে পারি না। সমাধানের জন্যে তো আমাদেরকে পরনির্ভরশীল হতে হয়। এতে এক ধরনের হতাশা তাদেরকে আবিষ্ট করে রাখে। কঠিন ক্যাম্পজীবনে বিষয়টা খুবই বাস্তবানুগ এবং ভাববার মত। কিন্তু গণগবেষণা এই সত্যকেই সামনে তুলে ধরে যে, "যে জনগোষ্ঠী নির্ভরশীলতা সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত এবং যাদের বস্তুগত সম্পদের পরিমাণ খুবই



নয়াপাড়া ক্যাম্পের গণগবেষণা কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কম, তাদের মধ্যেও স্বনির্ভরতা আর সচেতনতা সৃষ্টি হতে পারে যদি যথোপযুক্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়।" এই সত্যকে অবলম্বন করে তাদেরকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসে ক্যাম্পের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিভাবে উন্নয়ন করা সম্ভব তার বিভিন্ন উদাহরণ খোঁজার চেষ্টা চলতে থাকে আলোচনার মধ্যে। উন্নয়ন শব্দটির সঙ্গে অর্থনীতির উন্নয়নকেই সাধারণত সামনে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু উন্নয়ন আসলে সামগ্রিক জীবনবোধের সাথে জড়িত এবং মানবিক। এই বিষয়টা একসময় তাদের চেতনায় ধরা দেয়। বলে ওঠে, "আমাদের নয়াপাড়া ক্যাম্পে খাবার পানির সমস্যা তীব্র। এখানে যে রিজার্ভার আছে, সেখানে পানি নেই। কারণ রিজার্ভারের গভীরতা হারিয়েছে মাটি ভরাটের কারণে। আমরা যদি সবাই মিলে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে মাটি কাটি তাহলে ভবিষ্যতে সমস্যা কমে আসবে।" অতীতে একবার এইভাবে রিজার্ভার-এর মাটি কাটা হয়েছিল, যদিও সেটা ক্যাম্প প্রশাসন থেকে শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। অতীত উদাহরণ থেকে তারা উত্তরণ ঘটতে চেয়েছে গণগবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। আর এর জন্যে প্রশাসনের সহযোগিতা পেতে যা করা দরকার, সেসব করার কথাও তারা উচ্চারণ করেছে।



যা মনে করিয়ে দেয় যে, সঠিক উদ্দীপনা মানুষের সৃষ্টিশীলতাকে বিকশিত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জড়তা কাটিয়ে তোলার জন্যে তাদের সাথে ক্রমাগত পারস্পরিক গভীর আলোচনা, অংশগ্রহণকারীদেরকেও সমস্যা নিয়ে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এসব যে তাদের সমস্যা, তাদেরকেই ভাবতে হবে এবং তাদেরকেই সমাধানের পথ খুঁজতে হবে-এ উপলব্ধি তাদেরকে বেশিরভাগকেই আন্দোলিত করেছে। এটা আমার জন্যেও ছিল একটা শিক্ষণীয়। কারণ সবসময়ই গণগবেষণা নিয়ে আলোচনা করেছি একটা মুক্ত সমাজে। যেখানে জনগণের স্বাধীনতা অব্যাহত। কিন্তু ক্যাম্পের জীবনে তা নেই। সেখানে জনগণের নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার শূন্যলাবদ্ধ। সেক্ষেত্রে এ্যাকশন কীভাবে সম্ভব তা নিয়ে ভেবেছি। এইসব উদাহরণ আলোচনায় গতি সঞ্চর করেছে, সামনের দিকে পথ দেখিয়েছে।

কুতুপালং ক্যাম্পের অংশগ্রহণকারী এনিমেটরদের মধ্যে যারা পুরনো তাদের মনের মধ্যে গণগবেষণা সম্পর্কে ধারণা বেশ স্পষ্ট। এলাকার সমস্যা নিয়ে যে তারা ভাবে এবং কাজ করে তার একটা ঘটনা তারা তুলে ধরে। ঘটনাটা সংক্ষেপে এরকম যে, ক্যাম্পের একজন অধিবাসী তার ঘরের সামনের রাস্তার কিছু অংশ দখল করে রেখেছিল। এর ফলে ঐ শেড-এর অন্যান্যদের চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছিল। এটা নিয়ে এনিমেটরসহ উক্ত ব্লকের কয়েকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং



কুতুপালং ক্যাম্প গণগবেষণা কর্মশালার একটি মুহূর্ত

তাকে অনুরোধ করে রাস্তা ছেড়ে দেবার জন্যে। এভাবে তিনবার বৈঠক হয় কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি, কারণ সে প্রভাবশালী। পরবর্তীতে এনিমেটরসহ অন্যান্যরা ব্লকের সবার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে লিখিত আবেদন করে। ক্যাম্প ইনচার্জ তা আমলে নেন এবং সমস্যার সমাধান হয়। ক্যাম্পবাসী জনগণ এখানে এক অর্থে গণগবেষণার চর্চা করেছে অজান্তেই। সেই সাথে তাদের নিজেদের মধ্যেও একজন এনিমেটরের ভূমিকা পালন করেছে। এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলো যখন গণগবেষণার সাথে মিলে যাচ্ছিল তখন নারী পুরুষ এনিমেটর আর সুপারভাইজারের চোখের দ্যুতিতে আত্ম-উন্নয়নের আলো খেলা করছিল। এসবই ছিল গণগবেষণা কর্মশালার পজিটিভ দিক।



গণগবেষণা কর্মশালা পরিচালনা করছেন রিইব-এর সহকারি পরিচালক সুরাইয়া বেগম

এনিমেটরদের, বিশেষ করে মেয়েদের সময়ানুবর্তিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। দুপুরের আর সকালের খাবার শেষ করে সময়মতই ফিরে আসত আলোচনায়। আর সবচেয়ে মনোযোগের জায়গা ছিল কী ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলে এনিমেটর হওয়া যায় সেই বিষয়ে।

ক্যাম্পের সমাজ এবং রিইবের কাজের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। সেখানে অংশগ্রহণকারীরা কাজের তুলনায় সমাজের সমস্যা নিয়েই আলোচনায় বেশি আগ্রহী ছিল। কাজের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো কীভাবে গণগবেষণার মাধ্যমে সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা ক্রমাগত চর্চার মাধ্যমেই হতে পারে। আর এজন্যে অভ্যন্তরীণ এনিমেটরদের শক্তিশালী হয়ে ওঠা জরুরি। আত্ম-উন্নয়নের জন্যে তাদেরকেই তৈরি হতে হবে। কিছু সমস্যা সমাধানের পথ তাদের হাতে নেই এটা যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে, অনেক সমস্যা রয়েছে যা তাদেরই সৃষ্ট। সেসব যদি সমাধান করা যায় তাহলে যে অসহনীয় অবস্থায় তারা জীবন যাপন করে, গণগবেষণার সহায়তায় তা কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে। সময় স্বল্পতার জন্যে চিহ্নিত সমস্যা হতে ২-৩টি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। অনুরোধ ছিল প্রত্যেক এনিমেটর যদি পরবর্তীতে একত্রিত হয়ে এক একজন এক একটা সমস্যা নিয়ে চুলচেরা আলোচনা করে এবং সমাধানে বিভিন্ন পর্যায়ে কী কী করণীয় হতে পারে তা চিহ্নিত করে তাহলেই প্র্যাক্সিস সম্পর্কে প্রত্যেকের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারে। হাতে কলমে চর্চা করাটা তাদের অস্তিত্বের জন্যেই হয়ত জরুরি। গণগবেষণা বিষয়ে জানা এবং অনুধাবন করার জন্য একটা কর্মশালা যথেষ্ট নয়, এটি সূচনা করে মাত্র। এটি নিয়মিত চর্চা করা দরকার, বিশেষ করে যেখানে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে। এই চর্চার আগ্রহটা ক্যাম্পের অধিবাসীদের নিজেদের মধ্যেই জাগ্রত করাটা প্রয়োজন। কর্মশালা সেখানে একটা অনুঘটক মাত্র।

প্রকাশনা : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) বাড়ি-১০৪, রোড -২৫, ব্লক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৯৮৪০৮৩১

ইমেইল : rib@citech-bd.com, rib.bangladesh@gmail.com,

website : www.rib-bangladesh.org, www.rib-kajolimodel.org, www.rib-rtibangladesh.org

আর্থিক সহযোগিতায় : UNHCR